সংবাদ

তারিখ 12 FEB 2005

ভুয়া মাদ্রাসা পাঁচ-ছয় হাজার

হোটেলে বসে ঘুষ নিয়ে অনুমোদন বোর্ড জানে না : কর্মকর্তা সাসপেন্ড

বাকী বিল্লাহ

হোটেলে বসে লেনদেন, সেখানে বসেই অনুমোদন। এভাবেই বোর্ডের অনুমোদন দেয়া হয়েছে কয়েকশ' মাদ্রাসাকে। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কিছুই জানে না। সম্প্রতি এসব অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গেল বোর্ডেরই উপ-পরিদর্শক মনির হোসেন এ ঘটনার নায়ক। শনাক্ত করা হয়েছে তার ভুয়া অনুমোদন দেয়া ৭টি মাদ্রাসা। মনির হোসেনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। চেয়ারম্যান নিজেই স্বীকার করেছেন, ভুয়া অনুমোদন রয়েছে এমন মাদ্রাসার সংখ্যা ৫-৬ হাজার হবে।

মাদ্রাসা বোর্ড সূত্র জানায়, বোর্ডের কিছু কর্মকর্তা ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে কয়েকশ' ভুয়া মাদ্রাসার অনুমোদন দিয়েছে বলে মাদ্রাসা বোর্ডে অভিযোগ আসে। বোর্ডের চেয়ারম্যান নিজেই সরজমিন তদন্ত শুরু করেন। এরই মধ্যে তিনি ভুয়া ৭টি মাদ্রাসা শনাক্ত করেন। তদন্তে দেখা যায়, ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে এসব মাদ্রাসা অনুমোদন নিয়েছে। এই মাদ্রাসাগুলো হলো নওগাঁ জেলার ভিওইল দাখিল মাদ্রাসা, তাতইর দাখিল মাদ্রাসা, পাতারি দাখিল মাদ্রাসা, ত্রিওলডাঙ্গা মহিলা মাদ্রাসা, সাপাহার মহিলা

সাসপেন্ড : (পৃ: ২ ক: ৪)

সাসপেন্ড : পারদর্শক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাদ্রাসা, মির্জাপুর দাখিল মাদ্রাসা ও গঙ্গারামপুর মহানগর দাখিল মাদ্রাসা।

তদন্তের জন্য নওগাঁ সাপাহার মহিলা মাদ্রাসার সুপার শাহজাহান আলী জানান, তিনি ২০০২ সালে ওই মাদ্রাসার সুপার হিসেবে যোগদান করেন। মাদ্রাসার সরকারি অনুমোদন দেয়ার কথা বলে তিনি মাদ্রাসায় নিযুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের থেকে ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে মোট ৬৫ হাজার টাকা আদায় করেন। এর মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরিদর্শক মনির হোসেন মালিবাগ চৌধুরীপাড়ার একটি হোটেলে বসে ৩৫ হাজার টাকা এবং তার সহযোগী কাইয়ুমকে নওগাঁর সাপাহার বাজারে বসে ৩০ হাজার টাকা দেন। টাকা দেয়ার পরই ওই হোটেলে বসে মাদ্রাসার পরিদর্শক ২ কপি অনুমোদনপত্র দেন।

মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, নওগাঁ জেলায় জালিয়াতির মাধ্যমে চালু করা মাদ্রাসার মধ্যে ৫টি মাদ্রাসার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য গত বছর জেলার ডিসি ও উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মাত্র ৬০/৬৫ হাজার টাকার বিনিময়ে মাদ্রাসা বোর্ডের ওই পরিদর্শক দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের জালিয়াতি করে আসছেন। রাজধানীর মালিবাগ চৌধুরীপাড়া এলাকার একটি হোটেলে এই জালিয়াতি চলতো।

বোর্ডের চেয়ারম্যানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজশে এ পর্যন্ত মাদ্রাসা বোর্ডের নামে ৫ থেকে ৬ হাজার মাদ্রাসার অবৈধভাবে অনুমতি পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মনিরুল ইসলাম জানান, দুর্নীতিমুক্ত মাদ্রাসা বোর্ড গঠনের লক্ষ্যে র‍্যাপিড একশন টিম গঠন করা হয়েছে।